মার্চ এগেইনস্ট দ্য ফো

'আচ্ছা, জর্জ, তুমি কখনো চাকরি করার কথা ভাবনি ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কিছুক্ষণ আগে ডিনার শেষ করেছি। গোধূলির আলো গায়ে মেখে পার্কের ধার ঘেঁসে হাঁটছিলাম দু'জনে। এমনিই প্রশ্নটা করলাম ওকে। জানি কোনোদিন চাকরি-বাকরি করেনি জর্জ।

কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল ও, ভয়ের ছাপ ফুটল চেহারায়, যেন হঠাৎ করে বিষাক্ত সাপের গর্তে পড়ে গেছে।

'এটা একটা প্রশ্ন হল,' ফাঁকা গলায় জবাব দিল জর্জ, 'এ ধরনের প্রশ্ন করা উচিত না এমন কোনো ভদ্রলোককে যে আপনার বাজে ডিনার খেয়ে তা হজমের প্রাণপণ চেষ্টায় এ মুহূর্তে ব্যস্ত।'

'কেন নয় ?' ওর কথায় পরিষ্কার বিরক্তি ফুটল আমার কণ্ঠে। আমি জানি ডিনারটা ভালোই উপভোগ করেছে ও। 'লাখ লাখ মানুষ জীবিকার জন্যে কাজ করছে।'

'হ্যাঁ,' বলল জর্জ। 'ঠিক বলেছেন। তারা তাই করছে। তবে আমি সেই লাখ লাখ লোক থেকে আলাদা।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'আপনাকে কি কুর্টবাথ ক্যান্ট্রিপ কাল্লোডেনের গল্পটা বলেছি ?'

'না, বলনি। এজন্যে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ।'

একটা সদ্য ফাঁকা হয়ে যাওয়া বেঞ্চিতে বসল জর্জ। 'তাহলে আপনাকে এখন কুর্টবাথ ক্যান্ট্রিপ কাল্লোডেনের গল্পটা বলব।'

আমি ওকে ঠেকাবার চেষ্টায় বলে উঠলাম, 'কাল্লোডেন ? বেশ ইন্টারেস্টিং নাম। ১৭৪৫ সালে কাল্লোডেনের যুদ্ধে—'

কুর্টবাথ ক্যান্ট্রিপ কাল্লোডেন [বলল জর্জ] পুরনো ভার্সিটিতে আমার সঙ্গে পড়ত। তেমন ভালো ছাত্র ছিল না সে। ওর বিশাল নামটাকে আমি

www.banglainternet.com

উচ্চারণের সুবিধার্থে 'কাসওয়ার্ড' করে নিয়েছিলাম। সবাই এ নামেই ডাকতো ওকে।

ওর সাথে এক সঙ্গে পড়তে দিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে আমার। গ্রাজুয়েশন করার পরে প্রতিজ্ঞা করি আমরা সারাজীবন বন্ধু থাকব। তারপর পুরনো বন্ধুত্বের সম্মানে আমরা মদ পান করি।

পনেরো বছর পরে কাসওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমার একটি বার-এ। ওখানে মদপান করতে যাওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পকেটে পয়সা ছিল না, আরেকটা ড্রিঙ্ক নেব কি না ভাবছি, এমন সময় কে যেন থাবা মেরে বসল কাঁধের ওপর, কানের কাছে বেজে উঠল একটা কণ্ঠ, 'এটা আমার পক্ষ থেকে দোস্ত।'

ফিরে দেখি আর কেউ নয়—কাসওয়ার্ড।

আমাকে ড্রিঙ্ক অফার করল ও। পুরনো বন্ধুর অফার করা ড্রিঙ্ক ফিরিয়ে দেয়ার প্রশ্নই নেই। শীঘ্র আমরা হারিয়ে গেলাম ফেলে আসা কলেজের দিনগুলোর স্মৃতিচারণে। তবে অনেক নাম এবং ঘটনার কথা আমি ভুলে গেছি, লক্ষ করলাম। কথা বলছি, ফাঁকে আড়চোখে ওকে লক্ষও করছি। ও একটার পর একটা ড্রিঙ্ক কিনছিল। তবে চেহারা কিংবা বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছিল না যে দেদারসে খরচ করার মতো অবস্থায় আছে সে।

খানিক ইতস্তত করে করেই ফেললাম প্রশ্নটা, 'ক্যাসওয়ার্ড, তুমি চাকরি-বাকরি করছ?'

'হ্যাঁ, জর্জ,' মাথা ঝাঁকাল ও, 'আমি চাকরি করছি। ইনফ্যাক্ট জর্জ, আমি একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট।'

কানে ভুল শুনলাম? অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে। 'কী বললে?'

'আমি বি এ্যান্ড জি'র চার্জ অব কর্পোরেট এনথুজিয়াজম-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট।'

'বি অ্যান্ড জি'টা কী?'

ওটা কী জিনিস বলল আমাকে কাসওয়ার্ড। আমার আবারও বিশ্বাস করতে কষ্ট হল কথাটা। 'তুমি বলছ বি এ্যান্ড জি মানে 'বাঙ্ক এ্যান্ড গারবেজ?'

'আরে ধ্যাত। তা কেন হবে?' বিরক্ত হল কাসওয়ার্ড। 'তুমি দেখছি নামটার একেবারে উল্টো অর্থ করে ফেলেছ, জর্জ। সাধে কি তোমাকে

www.banglainternet.com

কলেজে আমরা 'টিন-ইয়ার' বলে ডাকতাম! এটা একটা ফার্ম। আর ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মরিস ইউ. বাঙ্ক এবং চার্লস এফ গাবেজ। বাঙ্করা পুরানো ইংরেজ পরিবার। গাবেজদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ডাচ। তবে 'বাঙ্ক এ্যান্ড গ্যাবেজ' নামের ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে ভেবে ফার্মের নাম রাখা হয় 'বি অ্যান্ড জি'।

'বেশ বেশ।' বললাম আমি। 'তা 'বি এ্যান্ড জি' কী ধরনের কাজ করে শুনি ?'

'তা বলতে পারব না,' জবাব দিল কাসওয়ার্ড। 'কারণ ওটা আমার বিভাগ নয়। আমি কাজ করি শুধু কর্পোরেট এনথুজিয়াজমে।' সে আরেকটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। 'কর্পোরেট এনথুজিয়াজমের ব্যাপারে তোমাকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কারণ তুমি বেকার বলে হয়তো আধুনিক ব্যবসার জটিল দিকগুলো সম্পর্কে তেমন কিছু নাও জানতে পার।'

'তা বটে,' স্বীকার করলাম আমি।

'ওই কর্পোরেশন আজকাল যে সমস্যাটি নিয়ে সবচে' বিব্রত তা হল চাকুরেদের অবিশ্বস্ততা। তুমি হয়তো ভাবতে পার বেশিরভাগ চাকুরে সাফল্যের আশায় নিজের কাজ আগ্রহ নিয়ে করে। আসলে তা নয়। বেশিরভাগ চাকুরে,' আঙুল ফোটাতে শুরু করল কাসওয়ার্ড। 'দাবি করে তাদের বেতন বাড়াতে হবে, জব সিকিউরিটি চায়, মেডিকেল, ইনসিওরেন্স, লম্বা ছুটিসহ আরো অনেক কিছু তারা চায় যা দিতে গিয়ে বাঙ্ক অ্যান্ড গাবেজের সমস্ত লাভ চলে যাচ্ছে।'

'চাকুরেদেরকে বলা হল তাদের সমস্ত দাবি বড় অঙ্কের বার্ষিক পেনশনের মধ্যে ঢোকানো হবে। এতে রাজি হয়ে গেল চাকুরেরা। চাকুরেদের উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্যে আমাকে একটা গান লিখে দিতে বলা হল। বি অ্যান্ড জি কিভাবে যেন জেনে গিয়েছিল আমি চার্চ ফাংশনসহ বারবিকিউ'র অনুষ্ঠানে প্রেরণামূলক গান লিখতাম আগে। বি অ্যান্ড জি আমাকে ধরে বসল কর্পোরেশন এনথুজিয়াজম-এর জন্যে এ রকম একটি গান লিখে দেয়ার জন্যে।

'এবং ফার্মের জন্যে তুমি গান লিখলে।'

'লিখলাম কয়েকটা। আর এ পর্যন্ত লেখা আমার সেরা গানটি হল মার্চ করার গান। (বলে সে হেঁড়ে গলায় গাইতে শুরু করে দিল। বারের প্রত্যেককে দেখলাম বিরক্তি নিয়ে, কটমট করে ওর দিকে তাকাচ্ছে।)

www.banglainternet.com

"এভার অনওয়ার্ড, বি এ্যান্ড জি, উই মার্চ এগেন্সট দ্য ফো!
ফোরওয়ার্ড, ফোরওয়ার্ড, বি এ্যান্ড জি, দ্য লিলি ব্যানারস গো!
অলওয়েজ দেয়ার'স এ লিটল বিট টু স্পেয়ার ফর দি এ্যান্ড মি,
অ্যান্ড অলওয়েজ দেয়ার'স এ গ্রেট ডিল মোর টু গিভ
টু বি এ্যান্ড জি।"

'হুম্‌ম,' বললাম আমি। 'বেশ উদ্দীপক গানই বটে। কিন্তু লিলি ব্যানার কেন? তোমার লিলি ব্যানার আছে?'

'শব্দ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে,' বলল কাসওয়ার্ড। 'আসলে হল স্পিরিট বা শক্তি। তাছাড়া আমরা লিলি ব্যানার জোগাড়ও করে ফেলব। এ মুহূর্তে আমি কর্পোরেশনের পতাকার নকশা আঁকছি। ওটা দেখার মতো জিনিস হবে।'

'কিন্তু লিখেছ 'লিটল বিট ফর দি এ্যান্ড মি' আর 'গ্রেট ডিল মোর ফর বি এ্যান্ড জি' এটা কি ঠিক হল?'

'অবশ্যই ঠিক হয়েছে। বাঙ্ক এবং গ্যাবেজে যেসব অপ্রয়োজনীয় লোকজন কাজ করে তাদের চেয়ে ফার্মের অনেক বেশি টাকা দরকার। তুমি তো আর ওদের বাড়িঘর তো দেখনি। প্রচুর টাকার মামলা।'

'বুঝলাম। কিন্তু কর্মচারীরা কি এটাকে পক্ষপাতহীন বলে মানতে পারবে?'

বিরক্ত দেখাল কাসওয়ার্ডকে। 'তুমি আসল জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছ দেখছি, জর্জ। কর্মচারীরা এটাকে পক্ষপাতহীন বলে মানতে পারবে না। আমি বিষয়টিকে নিয়ে সেমিনার করেছি, বাঙ্ক অ্যান্ড গাবেজের পার্সোনাল প্রপার্টিজের স্লাইড কমপ্লিট করেছি। তবে কর্পোরেট এনথুজিয়াজমের সমস্যার সমাধানের কোনো উপায় এখনো খুঁজে পাইনি। বাঙ্ক এবং গাবেজ জানিয়ে দিয়েছেন দু'হপ্তার মধ্যে কোনো রেজাল্ট দেখাতে না পারলে আমাকে চাকরিচ্যুত করবেন।'

শুনে খারাপ লাগল। কাসওয়ার্ড শুধু আমার কলেজ জীবনের বন্ধুই নয়, কিছুক্ষণ আগে প্রচুর ডিঙ্ক কিনে খাইয়েছে এবং একবারও পয়সা দেয়ার কথা বলেনি। ভাবলাম এ সমস্যা সমাধানের জন্যে অ্যাজাজেলের দ্বারস্থ হই না কেন।

www.banglainternet.com

অ্যাজাজেল প্রথমে যথারীতি মহা আপত্তি করে বসল। রাগে লাল টকটকে হয়ে উঠতে লাগল তার শরীর, দুই সেন্টিমিটার লম্বা শরীরটা মোচড় খেতে লাগল বারবার, লম্বা, সূচালো লেজটা ডানে বামে ঝাপটাচ্ছে। এমনকি ওর মাথার খুদে শিংজোড়াও মনে হল ফুলে উঠেছে খানিকটা।

'এর মানে কী?' বলল সে, 'দু'মাস আগে একবার ডেকে পাঠালে। আবার ডাকছ! আমি কি দিন রাত তোমার তাঁবেদারি করে বেড়াব? আমার ব্যক্তিগত জীবন বলে কি কিছু নেই?'

ওকে তোষামোদ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই আমার। তাই বললাম, 'হে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমন্বয়কারী, এ নিখিল সৃষ্টিতে তোমার মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই। তুমি যা পার অন্যেরা তা পারে না। আর সবচে' সেরা কাজটা করে দেয়ার জন্যে তোমাকেই স্মরণ করা হয়।'

'হু, তা মন্দ বলনি।' ঘোঁৎঘোঁৎ করল অ্যাজাজেল। 'তো এবার আবার কী ঝামেলায় পড়েছ?'

আমি সংক্ষেপে কাসওয়ার্ডের ব্যাপারটা তাকে ব্যাখ্যা করলাম।

'বলছ সে তোমার স্কুল জীবনের বন্ধু?— আ মানে, কলেজ জীবনের। এক বুড়ো প্রফেসরের কথা মনে আছে। আমাদেরকে নিউরো অ্যাডজান্টোমেট্রিকস পড়ানোর কথা ছিল তার। কিন্তু বুড়ো সারাক্ষণ ফসকোমিটল পানে ব্যস্ত থাকত। ফলে আমাদেরকে কিছুই পড়াতে পারত না। কথাই ফুটতো না মুখ দিয়ে, পড়াবে কি। একটা ভয়ানক গ্রামচিক।'

'আমার সমস্যাটাও ভয়ানক গ্রামচিক ও অনন্তের প্রভু।'

'বেচারা।' ছোট ছোট চোখজোড়া মুছে বলল অ্যাজাজেল। 'থাকগে, তোমার বন্ধুর জন্যে কিছু একটা তো করতেই হবে। ওর কোনো কিছু আছে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ। ওর কোটের ল্যাপেল থেকে একবার স্কুল পিন খুলে রেখে দিয়েছিলাম আমার কাছে।' বললাম আমি।

'ওই চমৎকার ফার্মের ক্যালাস আর ঠাণ্ডা রক্তের কর্মচারীগুলোর মন অ্যাডজাস্ট করে লাভ নেই। বরং তোমার বন্ধুর মন অ্যাডজাস্ট করে দেব যাতে তার দৃষ্টিভঙ্গি দুর্নিবার হয়ে ওঠে।'

'তা কী করা সম্ভব?' বোকার মতো করে বসলাম প্রশ্নটা।

www.banglainternet.com

'লক্ষ রাখ এবং দেখ বোকা গ্রহের বুদ্ধ অধিবাসী', জবাব দিল অ্যাজাজেল।

আমি লক্ষ রাখলাম এবং দেখলাম।

দু'হপ্তা পার হবার আগেই কাসওয়ার্ড আমার বাড়িতে এসে হাজির, মুখে চওড়া হাসি।

'জর্জ,' বলল সে, 'তোমার সাথে সেদিন বার-এ দেখা হয়ে ভালোই হয়েছে। তুমি বোধহয় আমার জন্যে সৌভাগ্য বয়ে এনেছিলে। কারণ হঠাৎ করে সব কেমন বদলে গেল। আমার আর চাকরি যাবার ভয় নেই। জান, এখন সকাল ৮:৫০ মিনিটে কর্মচারীদের প্রত্যেকে "এভার অনওয়ার্ড, বি অ্যান্ড জি" গানটি গাইতে শুরু করে অবিশ্বাস্য উৎসাহের সাথে। আমরা প্যারেড করব। প্রত্যেক বি অ্যান্ড জি'র ইউনিফর্ম চাপাবে গায়ে। আমরা মার্চ করে শহরের কেন্দ্রস্থলে যাব গান গাইতে গাইতে। ইতোমধ্যে আরো দুটো গান লিখে ফেলেছি আমি।'

'আচ্ছা?' বললাম আমি।

'হ্যাঁ,' একটা বাঙ্কের জন্যে, অন্যটা গাবেজের জন্যে। বাঙ্কের জন্যে লেখা গানটি হল:

"চিয়ার, চিয়ার ফর মরিস ইউ. বাঙ্ক
উইথআউট হিজ উইজডম, উই উড বি সাঙ্ক।
ওয়াচ হিম উইথ হিজ জেনিয়াল স্মাইল
দেট'স জাস্ট লাইক এ ক্রোকোডাইল।"

'ক্রোকোডাইল? কুমিরের সাথে তাকে তুলনা করা কি ঠিক হল?'

'অবশ্যই। সবাই তাকে আদর করে "বুড়ো কুমির" বলে ডাকে। এতে সে খুশিও।'

'আর গাবেজের গানটা?'

সেটা এ রকম :

www.banglainternet.com

"ও, হুম ডু ইউ লাভ ? ইয়েস, হুম ডু ইউ লাভ ?
ইট'স চার্লস এফ. জি-এ-বি-বি-এ-জি-ই।
উই আর বিলো এ্যান্ড হি ইজ এবাভ
হুররাহ ফর হিম এ্যান্ড অলসো বি এ্যান্ড জি।"

'সমস্যা হল,' বলল কাসওয়ার্ড, 'গাবেজ নামটা দিয়ে ছন্দ মেলানো যায় না। আমার শুধু ক্যাবেজ মানে বাঁধা কপির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। তার গা থেকে গন্ধও আসে ওরকম। কিন্তু লোকটাকে বাঁধা কপির সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না ভেবে সে চেষ্টা আর করিনি। তাই নামটার বানান লিখে দিয়েছি কবিতায়। দারুণ হয়েছে, না ?'

'তেমনই তো লাগল,' একটু ইতস্তত করে জবাব দিলাম।

'যাক, তোমার সঙ্গে আর বেশিক্ষণ বকবক করতে পারব না, জর্জ। সময় নেই। শুধু সুখবরটা দিতে এসেছিলাম। এখুনি অফিসে যেতে হবে। পাঁচটার ঝাঁপির জন্যে স্নেক ডান্সের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ডান্স দিয়ে বোঝানো হবে বি অ্যান্ড জিতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে প্রতিটি কর্মচারী ধন্য।'

'কিন্তু কাসওয়ার্ড, কর্মচারীরা কি বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে আর কথা বলছে না ? এ ব্যাপারটা লক্ষ করছ তো ?'

'ও নিয়ে আর কেউ কখনো কথা বলবে না। এখন পুরোটাই মজার একটা খেলায় পরিণত হয়েছে। আর আমার দায়িত্ব হল কর্পোরেট এনথুজিয়াজম-এর সাহায্যে ফার্মের প্রতিটি দিন এবং মুহূর্ত আনন্দ-উল্লাসে পূর্ণ করে তোলা। আমার বিশ্বাস, শীঘ্র আমি ফার্মের একজন পার্টনার হয়ে যাব।'

তারপর তাই ঘটল, ওল্ডম্যান। বি অ্যান্ড জি হয়ে উঠল অদ্ভুত এক আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। এ নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন রচিত হয়েছে ফরচুন, টাইম এবং কর্পোরেশন ইলাস্ট্রেটেড-এ। কাসওয়ার্ডের ছবিও গেছে প্রচ্ছদে।

এই হল গল্প, ওল্ডম্যান।

www.banglainternet.com

'এই তোমার গল্প, জর্জ?' বিস্মিত গলায় বললাম আমি।

'গল্পের শেষটা মিলনাত্মক। তাহলে চাকরি-বাকরির প্রতি তোমার এখন গোস্বা কেন?'

পার্কের বেঞ্চি থেকে উঠে পড়ল জর্জ। বলল, 'শেষের অংশটায় আমি কল্পনার প্রলেপ চড়িয়েছি, ওল্ডম্যান। কাসওয়ার্ড যথেষ্ট সফলতা লাভ করলেও বি অ্যান্ড জি পারেনি। তারা দেউলিয়া হয়ে যায়।'

'দেউলিয়া? কেন?'

'কারণ সবাই এত মজা করছিল, গান গাইছিল, প্যারেডে ব্যস্ত থাকতো যে কেউই আর কাজ করত না। শেষে বন্ধ হয়ে যায় ফার্ম।'

'এহ্‌হে, এতো খুবই খারাপ কথা।'

'হ্যাঁ। আর কাসওয়ার্ডেকেও ফার্মের পার্টনার করা হয়নি। ফার্ম বন্ধ হয়ে যাবার পরে তারও চাকরি চলে যায়। তারপর থেকে সে বেকার। আর আপনি জানতে চাইছেন আমি চাকরির চেষ্টা করেছি কি না? কেন করব? সাফল্যের মাঝপথে ব্যর্থ হবার জন্যে? কখনো না! এই তো গত হপ্তায় বেচারা কাসওয়ার্ড আমার কাছে পাঁচ ডলার ধার চাইল। দিতে পারিনি। তবে, ওল্ডম্যান, আপনি যদি আমাকে দশটা ডলার দেন তাহলে ওকে এখান থেকে পাঁচ ডলার দিতে পারব।'

আমি জর্জকে দশ ডলার দিলাম। টাকাটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল জর্জ, পেছন থেকে ডাক দিলাম, 'ভালো কথা, জর্জ। "বি অ্যান্ড কী" কি ধরনের ব্যবসা করত?'

'জানি না আমি,' জবাব দিল জর্জ। 'জানত না কাসওয়ার্ডও।'

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com